সীমান্ত প্রস্নে ভারত ও চিনের বিশেষ প্রতিনিধিদের মধ্যে অষ্টাদশ বৈঠক

২৩ মার্চ ২০১৫ সীমান্ত প্রস্নে ভারত ও চিনের বিশেষ প্রতিনিধিদের অষ্টাদশ বৈঠক ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা শ্রী অজিত ডোভাল ও চিনের স্টেট কাউন্সিলার মিঃ ইয়াং জিয়েচির মধ্যে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সৌহার্দ্য ও স্পষ্টবাদীতা পরিলক্ষিত হয় এবং বৈঠকটি গঠনমুলক ও অগ্রগতির লক্ষ্যর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে এটাই বিশেষ প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ প্রতিনিধির বৈঠকে পূর্ববর্তী পর্যায়ের বার্তালাপগুলির একটি সুসংহত পর্যালোচনা করা হয়। আলাপ-আলোচনার অগ্রগতিতে তাঁরা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং একটি ন্যায্য,যুকতিসম্মত পারস্পরিকভাবে গ্রহণযোগ্য সীমান্ত প্রস্নের আশু সমাধানের উদ্দেশ্যে ত্রি-সূত্র পদক্ষেপের প্রতি দায়বদ্ধতার উপর গুরূত্ব প্রকাশ করেন। রাজনৈতিক মান ও দিকনির্দেশিকা নীতিসমুহের চুকতির ভিত্তিতে সীমান্ত প্রস্নে সমাধানে একটি পারস্পরিকভাবে গ্রহণযোগ্য কাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষ প্রতিনিধিরা আলোচনা চালিয়ে যান।

উভয়পক্ষ সীমান্ত অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে ঐক্যমত হন। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কর নিরন্তর প্রগতির ক্ষেত্রে এটি একটি পূর্বশর্ত্ত। দুদেশের সীমান্ত বাহিনীর মধ্যে নিয়মিত বার্তালাপে উভয়পক্ষ সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এই ধরণের সংযোগকে আরো সম্প্রসারিত করতে সহমত হন। সীমান্ত অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই ধরণের সংযোগ অত্যন্ত গুরূত্বপূর্ণ আস্থাবর্ধক পদক্ষেপের অর্ন্তগত।

২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং-এর সফল ভারত সফরের পরে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রসারে উভয় বিশেষ প্রতিনিধি ইতিবাচক ভুমিকা বলে স্বীকৃতি দেন এবং ভারত-চিন সম্পর্কে ঐ সফর অত্যন্ত গুরূত্বপূর্ণ ঘটনা। রেলপথ,স্মার্টসিটি, বৃত্তিগত শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি, নির্মল ও পুনর্নবীকরণ বিদ্যুত শকতি এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্র সহ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে সম্প্রসারণে প্রেসিডেন্ট শি'র সফরে যে দিকনির্দেশ চিহ্নিত হয়,তার ভিত্তিতে গতি সঞ্চারে উভয় বিশেষ প্রতিনিধি সহমত হন। সহোদরা-নগরী এবং সহোদরা-প্রদেশ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভারতের প্রদেশ ও চিনের প্রাদেশিক রাজ্যর মধ্যে করমোবর্ধমান যোগাযোগের ভিত্তি দুদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গভীরতর করার মাধ্যম বলে উভয় পক্ষ

সহমত হন। দুই বিশেষ প্রতিনিধি দুদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক প্রগাঢ় করার জন্য শীর্ষপর্যায়ের সফর বিনিময় গুরূত্বপূর্ণ বলে গুরূত্ব দেন।

উভয়পক্ষ অভিন্ন স্বার্থের আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক বিষয়ে মতবিনিময় করেন এবং সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা, সামুদ্রিক নিরাপত্তা ,জলবায়ু পরিবর্তন ,রাষ্ট্রসংঘের সংস্কার ও অসামরিক পরমাণু সহযোগিতা বিষয়ে পরামর্শ সম্প্রসারণে সহমত হন।

স্টেট কাউন্সিলার ইয়াং জিয়েচি ২৪ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সংগে সাক্ষাৎ করেন এবং প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং এবং প্রধানমন্ত্রী লি কেচিয়াং-এর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

নয়াদিল্লি

২৪ মার্চ ২০১৫